তারিখ 28 AUG 2013
পৃষ্ঠা

# ভর্তির তথ্যই ভীতিকর

**প্রথম পৃষ্ঠার পর**

১০ দশমিক ৫ পেয়েছিলেন। এত কম নম্বর পেয়ে ভর্তি হওয়ার ঘটনায় বিস্ময় প্রকাশ করেছেন রশীদ-ই-মাহবুবসহ অনেক শিক্ষক।

**প্রথম আলোর অনুসন্ধান:** মেডিকেলে ভর্তি নিয়ে একটি অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে গত ফেব্রুয়ারি মাসে এই প্রতিবেদক হলি ফ্যামিলি রেড ক্রিসেন্ট মেডিকেল কলেজ কর্তৃপক্ষের কাছে ভর্তি হওয়া শিক্ষার্থীর তালিকা চেয়েছিলেন। কলেজের অধ্যক্ষ মো. মনিরুজ্জামান ভূঁইয়া তালিকা দিতে অপারগতা প্রকাশ করে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর বা মন্ত্রণালয় থেকে তা সংগ্রহের পরামর্শ দেন।

মন্ত্রণালয় থেকে *প্রথম আলোকে* জানানো হয়, কলেজগুলো স্বাস্থ্য অধিদপ্তরে তালিকা পাঠাবে। অধিদপ্তর পাঠাবে মন্ত্রণালয়ে। অধিদপ্তর কোনো তালিকা তাদের পাঠায়নি। মার্চ ও এপ্রিল মাসে একাধিকবার যোগাযোগ করলে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের পরিচালক (চিকিৎসা শিক্ষা ও জনশক্তি উন্নয়ন) এ বি এম আবদুল হান্নান বলেন, কলেজগুলো অধিদপ্তরে এমন তালিকা পাঠায়নি।

গত মে মাসে 'তথ্য অধিকার আইনের' আওতায় আবেদন করলে *প্রথম আলোকে* তথ্য দেয় স্বাস্থ্য অধিদপ্তর। সেই তথ্য থেকে *প্রথম আলো* ডা. সিরাজুল ইসলাম মেডিকেল কলেজ, ইসলামী ব্যাংক মেডিকেল কলেজ (রাজশাহী), নর্দান ইন্টারন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ, শাহাবুদ্দীন মেডিকেল কলেজ, তাইরুন্নেসা মেমোরিয়াল মেডিকেল কলেজ, আনোয়ার খান মডার্ন মেডিকেল কলেজ, সেন্ট্রাল মেডিকেল কলেজ, টিএমএসএস মেডিকেল কলেজ, আদ্-দ্বীন সকিনা মেডিকেল কলেজ (যশোর), মুন্নু মেডিকেল কলেজ (মানিকগঞ্জ), নর্থইস্ট মেডিকেল কলেজ, গাজী মেডিকেল কলেজ (খুলনা), ইস্ট ওয়েস্ট মেডিকেল কলেজ, শহীদ মনসুর আলী মেডিকেল কলেজ, রংপুর কমিউনিটি মেডিকেল কলেজ এবং হলি ফ্যামিলি রেড ক্রিসেন্ট মেডিকেল কলেজে ভর্তি হওয়া ছাত্রছাত্রীদের তথ্য বিশ্লেষণ করে ভর্তির এই চিত্র পায়।

**কিংশুককে ভর্তি করেনি হলি ফ্যামিলি:** কিংশুক কল্যাণ সরকার মেডিকেলে ভর্তি হওয়ার জন্য আবেদন করেছিলেন এবং লিখিত পরীক্ষায় অংশ নিয়েছিলেন। জাতীয় পর্যায়ে তাঁর রোল নম্বর ছিল ১১২৩৪২। মেধাতালিকায় স্থান ছিল ৭৯০১। লিখিত পরীক্ষায় তিনি ৫৪ দশমিক ২৫ নম্বর পেয়েছিলেন।

সরকারি মেডিকেল কলেজে সুযোগ না পেয়ে কিংশুক হলি ফ্যামিলি রেড ক্রিসেন্ট মেডিকেল কলেজে আবেদন করেছিলেন। স্বাস্থ্য অধিদপ্তর *প্রথম আলোকে* ভর্তি-ইচ্ছুক ছাত্রছাত্রীদের যে তালিকা দিয়েছে, তাতে কিংশুকের নামও আছে। দেখা যায়, মেধাতালিকায় কিংশুকের চেয়ে কম নম্বর পাওয়া ৬৬ জনকে হলি ফ্যামিলি কলেজ কর্তৃপক্ষ ভর্তি করেছে।

কিংশুকের পরিবারের সদস্যরা *প্রথম আলোর* কাছে অভিযোগ করেন, জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহে ভর্তি হওয়ার জন্য গেলে হলি ফ্যামিলি কলেজ কর্তৃপক্ষ জানায়, ভর্তি শেষ হয়ে গেছে। আসন খালি নেই। এরপর আবার গেলে ভর্তির জন্য ২৫ লাখ টাকা চাওয়া হয় তাঁর কাছে। এই টাকা কিংশুকের বাবার পক্ষে দেওয়া সম্ভব হয়নি। কিংশুক এখন একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ছেন।

বিষয়টি নিয়ে ২৫ আগস্ট কথা হয় হলি ফ্যামিলি কলেজের অধ্যক্ষ মনিরুজ্জামান ভূঁইয়ার সঙ্গে। কাগজপত্র দেখে তিনি *প্রথম আলোর* কাছে স্বীকার করেন, কিংশুক ভর্তি হওয়ার যোগ্য ছিলেন। কিংশুকের বাবা ছেলের ভর্তির ব্যাপারে আপনার সঙ্গে কথা বলেছিলেন কি না—জানতে চাইলে মনিরুজ্জামান বলেন, 'বিষয়টি আমার নলেজে নেই।' ভর্তির জন্য বিপুল টাকা চাওয়ার বিষয়টিও অস্বীকার করেন এই অধ্যক্ষ। তিনি বলেন, তাঁরা (কিংশুকের বাবা) হয়তো ভর্তি প্রক্রিয়া শেষ হওয়ার পরে এসেছিলেন।

কাগজপত্রে দেখা যায়, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর ২৩ ডিসেম্বর থেকে শুরু করে ৬ জানুয়ারির মধ্যে ছাত্রছাত্রী ভর্তি প্রক্রিয়া উন্মুক্ত রাখার কথা বলেছিল। হলি ফ্যামিলি সরকারি আদেশ অমান্য করে ২৭ ডিসেম্বরের মধ্যে ভর্তি শেষ হবে বলে সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দিয়েছিল।

বিষয়টির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করলে রশীদ-ই-মাহবুব বলেন, জলচাতুরী করে এরা (বেসরকারি কলেজ কর্তৃপক্ষ) এমন একটা পরিস্থিতি তৈরি করে, যেন আসন ফাঁকা নেই। আসন ফাঁকা আছে কি না, ছাত্রছাত্রীরা তা যাচাই করতে পারেন না। তখন অর্থের বিনিময়ে কম মেধার ছাত্রছাত্রীদের ভর্তি করা হয়।

হলি ফ্যামিলিসহ একাধিক বেসরকারি মেডিকেল কলেজ সরকারি নির্দেশও মানেনি। স্বাস্থ্য অধিদপ্তর ২২ জানুয়ারি এক চিঠিতে সব মেডিকেল কলেজকে ভর্তিসংক্রান্ত তথ্য (আসনসংখ্যা, সাধারণ ও বিভিন্ন কোটায় আবেদনকৃত ও ভর্তিকৃত শিক্ষার্থীদের মেধাভিত্তিক তালিকা) ২৭ জানুয়ারির মধ্যে পাঠাতে বলেছিল। কিন্তু ২৫ আগস্ট পর্যন্ত অর্ধেক বেসরকারি মেডিকেল কলেজ তা পাঠায়নি।

অন্যদিকে প্রতিবছর মেডিকেলে ভর্তির সার্বিক অবস্থা মূল্যায়ন করে একটি প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে পাঠানোর কথা স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট পরিচালকের। পরিচালক আবদুল হান্নান এ প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে পাঠাননি। সরকারি কর্মকর্তারা *প্রথম আলোকে* বলেছেন, প্রভাবশালীদের কারণে কলেজগুলো স্বাস্থ্য অধিদপ্তর বা মন্ত্রণালয়কে পাত্তা দেয় না। আওয়ামী ঘরানার দুজন জাতীয় অধ্যাপক দুটি পৃথক কলেজের উচ্চ পদে আছেন। আওয়ামীপন্থী চিকিৎসকদের সংগঠন স্বাধীনতা চিকিৎসক পরিষদ (স্বাচিপ) এবং বাংলাদেশ মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশনের একাধিক নেতা বেশ কয়েকটি কলেজের পরিচালনা পর্ষদে আছেন। অবসরে যাওয়া স্বাস্থ্য বিভাগের কর্মকর্তারা একাধিক মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষ।

মন্ত্রণালয় ভর্তি ফি সুনির্দিষ্ট করার কার্যকর কোনো উদ্যোগ নিতে পারেনি ওই সব প্রভাবশালীর কারণে। গত বছর কোনো কোনো কলেজে ঘোষিত ভর্তি ফি ছিল ১৬ লাখ টাকা। উন্নয়ন ফি, ভর্তি ফি, সেশন চার্জ, টিউশন ফি (মাসিক), মেডিকেল টেস্ট ফি, ল্যাবরেটরি চার্জ (মাসিক), বিশেষ ইংরেজি কোর্স ফি, পরিচয়পত্র, লাইব্রেরি কার্ড, নিরাপত্তা ফি—এসব কথা বলে এই অর্থ নেওয়া হয়।

**ব্যবহার করা হয় কোটার ঢাল:** তথ্য বিশ্লেষণে দেখা গেছে, পরিচালনা পর্ষদ, বিদেশি শিক্ষার্থীদের কোটা ব্যবহার করে কম মেধার শিক্ষার্থীদের এসব কলেজে ভর্তি করা হচ্ছে। ১৬টি কলেজের মধ্যে আটটি পরিচালনা পর্ষদের কোটায় ৩০ জনকে ভর্তি করেছে। এঁদের মধ্যে ১৯ জন ভর্তি পরীক্ষায় ৩০ নম্বরও পাননি।

সরকার বেসরকারি মেডিকেল কলেজগুলোতে বিদেশি শিক্ষার্থীদের ভর্তি করানোর অনুমতি দিয়েছে। বিদেশি শিক্ষার্থী না পেলে ওই আসনগুলো দেশি শিক্ষার্থী দিয়ে পূরণের বিধান আছে। আলোচিত ১৬টির মধ্যে চারটি কলেজ বিদেশি কোটায় ৭৮ জন দেশি শিক্ষার্থী ভর্তি করেছে। এঁদের মধ্যে ৩০-এর কম নম্বর পেয়ে ভর্তি হয়েছেন ৩৪ জন (৪৪ শতাংশ)।

2